## **GET –**

যদি ক্লায়েন্ট বা ইউজার সার্ভার থেকে কোন নির্দিষ্ট তথ্য চায় তখন তাকে আমরা বলবো GET request । এই রিকুয়েস্টের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট সার্ভারের কাছে থেকে শুধুমাত্র তথ্য পেয়ে থাকে,এটির মাধ্যমে সার্ভারে কোন তথ্যের পরিবর্তন হয় না।

## **POST** –

যদি ক্লায়েন্ট বা ইউজার সার্ভারে কোন তথ্য পাঠায় যা সার্ভারে নতুন কোন তথ্য তৈরী করে তাহলে তা হবে পোস্ট রিকুয়েস্ট।একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানতে হবে।তা হল গেট দিয়েও সার্ভারে ডাটা পাঠানো সম্ভব হয় কিন্তু এইটি নিরাপদ না ।যেমন আপনি যদি গেট গিয়ে সার্ভারে পাসওয়ার্ড পাঠাতে চান তাহলে কিন্তু URL এ আপনার পাসওয়ার্ডটি দেখাবে যা খুবই অনিরাপদ।এরকম কেসে আমরা পোস্ট ব্যবহার করে থাকি।

## **PUT –**

put এবং post প্রায় একই কিন্তু মনে করুন পোস্ট রিকুয়েস্টের মাধ্যমে আমি যদি অনেকগুলো **“একই ধরনের”** ফাইল সার্ভারে পাঠাই তাহলে অনেকগুলো ফাইল সার্ভারে হয়ে তৈরী হয়ে যাবে কিন্তু আমি যদি চাই এমনটা না হোক তাহলে put রিকুয়েস্ট দিয়ে কাজ করতে পারি।পুট রিকুয়েস্টের মাধ্যমে আমি যদি কোন ফাইল সার্ভারে পাঠাই তাহলে প্রথমে সে দেখবে যে সার্ভারে ফাইলটি আগে থেকেই আছে নাকি।যদি থাকে তাহলে তা ফাইলটি রিপ্লেস করার মাধ্যমে তা আপডেট হয়ে যাবে আর যদি না থাকে তাহলে ফাইলটি সার্ভারে তৈরী হয়ে যাবে।সোজা বাংলায় সার্ভারে কোন কিছু **আপডেট** হলে তাকে আমর বলব পুট রিকুয়েস্টের মাধ্যমে হয়েছে।Put method টি হল idempotent আর Post method টি হল non-idempotent । idempotent মানে হচ্ছে যে কাজ বারবার করলেও যার ফলাফল একই থাকে।

## **DELETE** –

সার্ভারে কোন ফাইল বা তথ্য ডিলেট করতে এটি ব্যবহার করা হয়।

## **PATCH** –

একটি তথ্যের আংশিক মডিফিকেশনের জন্য এই রিকুয়েস্টের দরকার হয়।Put আমরা দেখেছি যে সম্পূর্ণ তথ্যটিকে রিপ্লেস করে দিয়ে সম্পূর্ণ মডিফিকেশন করে দেয়।

HEAD–

এটিও মুলত GET এর মতই কাজ করে কিন্তু এটির রেসপন্সে কোন রেসপন্স বডি থাকে না,শুধুমাত্র হেডার থাকে। একটি উদাহরণ দেখা যায়।আপনি ধরেন একটি রিকুয়েস্ট করে সার্ভারে যতজন ইউজার আছে সবাইকে দেখতে চাইছেন।তাহলে আপনাকে গেট রিকুয়েস্ট করতে হবে। আর যদি আপনি চান সার্ভারে যতজন ইউজার আছে তা আপনি দেখতে চান না,শুধু চান সার্ভারে ইউজার আছে নাকি তা দেখতে তাহলে আপনাকে হেড রিকুয়েস্ট করতে হবে। এই রিকুয়েস্ট ব্যবহার করা হয় মুলত তখন যখন আপনার মনে হবে তেমন কোন অযথা ভারী রিকুয়েস্ট দরকার নেই কারন হেড রিকুয়েস্টটি অনেক হালকা বা   
লাইটওয়েট হয়। কারন আমরা জানি এর কোন রেসপন্স বডি নাই।এই রিকুয়েস্ট ব্যবহারের আরেকটি কারন হল যখন আপনি কোন বড় ফাইল ডাউনলোড করতে চান তখন চেক করে দেখা যে আসলেই গেট রিকুয়েস্ট মেথডটি কাজ করছে কিনা।

CONNECT –

এটি ব্যবহার করা হয় সার্ভার এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক কানেকশন তৈরী করার জন্য।

OPTIONS–

এটি দ্বারা আপনি সার্ভারের যত ধরনের রিকুয়েস্ট করতে পারবেন তা দেখানো হয়।যেমন ধরেন আপনি রিকুয়েস্ট করলেন OPTIONS http://example.org মানে http://example.org এই সার্ভারের কাছে জানতে চাইলেন সে কি কি HTTP request method সাপোর্ট করে তখন সে রেসপন্স করল যে Allow: OPTIONS, GET, HEAD, POST মানে সে অপশন,গেট,হেড,পোস্ট এই রিকুয়েস্ট মেথডগুলো সাপোর্ট করে।

TRACE –

এটি মুলত প্রজেক্ট ডেভেলপিং এর সময় ডিবাগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।এটির মাধ্যমে কোন রিকুয়েস্ট করা হলে রেসপন্সে সার্ভার বা রিকুয়েস্ট রিলেটেড অনেক তথ্য এসে হাজির হয়।

Request Header:

প্রতিটি রিকুয়েস্টে একটি হেডার সেকশন থাকে যা রিকুয়েস্টের জন্য কিছু অতিরিক্ত তথ্য বা মেটা ডাটা সার্ভারে নিয়ে যায় রিকুয়েস্টের সাথে।হেডারগুলো মুলত ব্রাউজারের কিছু বিবরণ হয়ে থাকে।মুল কথা এখানে এপ্লিকেশনের (হতে পারে কোন ব্রাউজার বা মোবাইল এপ যা আমার ইউজার ইউজ করছে) সাথে সম্পর্কিত কোন ডাটা দিতে হয়।

Request Body:

সার্ভারে রিকুয়েস্টের সাথে যে তথ্য যায় তা মুলত বডি অংশেই থাকে।মানে আপনি রিকুয়েস্টের সাথে যেই ডাটা সার্ভারে প্রেরণ করতে চান তা থাকবে এই রিকুয়েস্ট বডি অংশে।